

আরশের মোম্বান

ওমর আলী আশরাফ



মুহাম্মদ পাবলিশিং



প্রকাশকের কথা

ইসলামের অন্যতম মুজিজার নাম ইসরা। এটি এমন এক অলৌকিক ব্যাপার, যা মানবীয় জীবনের কল্পনার অতীত। মহান আল্লাহ তাআলার অপার কুদরতের মহিমা ছাড়া, তাঁর নিঃসীম ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া, তাঁর কাদের-ই-মুতলাক তথা সর্বপারঙ্গম অভিপ্রায়-পূরণের ইশারা ছাড়া এটি কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

মানবজাতির সৃষ্টি মূলত মহান রবের ইবাদতের জন্য। বান্দার এই ইবাদত-বন্দেগি, তার জীবনযাপন বা প্রার্থনা ও আরাধনা যাতে সকল কলুষ-কালিমা এবং যাবতীয় আবিলতা ও পঙ্কিলতামুক্তভাবে তামিল বা উদযাপিত হয়, সেই লক্ষ্যে মহান রবের দিকনির্দেশনার শেষ নেই। মানুষ যেন মহান আল্লাহ তাআলার অপরিসীম সত্তার বিরাটত্ব, তাঁর অনিশেষ আধারের বিশালত্ব অনুধাবনের দিকে ধাবিত হয়ে তাঁকে ‘লা-শরিক আল্লাহ’ মেনে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে তাঁর শোকরগুজার হয়, যুগে যুগে নবি-রাসুল প্রেরণের মাধ্যমে তাই তিনি জানান দিয়ে যান।

ইসরা’র এই অতিপ্রাকৃতিক ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানুষকে আনুগত্যের পুরস্কার এবং অবাধ্যতার শাস্তি বা তিরস্কারের একটি অতি চাক্ষুষ নজির স্থাপন করে দেখিয়েছেন। ইসরা তথা মিরাজের ধারণা, এর গঠনপ্রকৃতি, এর অর্জন, এর অনন্যতা, এর অসাধারণত্ব, এর অনুধাবনা এবং এর সমূহ-বিকৃতি নিয়েও এই গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। লেখক যদিও এই বিষয়ে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিকে প্রারম্ভিক হিসেবে অভিহিত করেছেন, তথাপি বাংলা ভাষায় এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

মহান রব্বুল আলামিন আমাদের সকল মেহনতকে খালেস করুন এবং আমাদের জীবনকে কবুল করুন। আমিন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান

১ নভেম্বর ২০২৪



ভূমিকা

এখন যারা বয়সে ছোট ও নবীন কিংবা আগামী প্রজন্ম, তোমরা কি জানো, কী অসাধারণ বিস্ময় লুকিয়ে আছে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মানুষটির জীবনের পরতে পরতে? তাঁর অলৌকিক ঘটনাগুলো এমনই এক রহস্য, এই বিজ্ঞানের যুগেও আমরা বিস্ময় নিয়ে যেসব বিশ্লেষণ করে চলেছি। প্রিয় বন্ধু, পড়ে দেখো, আমাদের নবিজির এই মুজিজা তোমাকে আনন্দিত, চমৎকৃত এবং মহান আল্লাহতে আরও সমর্পিত করে কি-না!

যারা চিন্তাশীল, বাগ্মী, আলোচক এবং নবিজির ভালোবাসায় গভীরভাবে আশ্রিত, আপনাদের সমীপে আমি এমন এক উপস্থাপনা হাজির করবার চেষ্টা করেছি, যেটি আপনাদেরকে নতুনরূপে ঈমানদীপ্ত, প্রাণিত ও উজ্জীবিত করে তুলবে ইনশাআল্লাহ।

সূচিপত্র



ইসরা—মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা	১৫
মিরাজ—মাসজিদুল আকসা থেকে উর্ধ্বগমন	২০
সালাত ও অন্যান্য উপহার	২৮
জান্নাত-জাহান্নাম পরিদর্শন	৪২
পরদিন	৫৫
নবিজি কি সিদরাতুল মুনতাহায় আল্লাহকে দেখেছিলেন?	৫৯
কিছু প্রশ্নের মীমাংসা	৬৩
স্বপ্নযোগে মিরাজ	৬৬
মিরাজের নামে মিথ্যাচার	৭৪
বাতিল বর্ণনার বাহার	৮৪
উপসংহার	৯৪



ইসরা, মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা

একদিন ইশার পর। সুনসান নীরবতার চাদরে শুয়ে পড়েছে মক্কার মানুষজন। নবিজি ঘুমিয়ে আছেন মাসজিদুল হারামে। এমন সময় তিনজন ফেরেশতার একটি মোবারক দল এলেন নবিজির স্বপ্নে। নবিজি শুনতে পান, তাদের একজন বলছেন, তিনি কে?

দ্বিতীয়জন উত্তর করলেন, তিনি এদের উত্তম ব্যক্তিত্ব।

শেষের জন বললেন, তাহলে তাদের এই উত্তম মানুষটিকে নিয়ে চলো।

নিমেষেই এই স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল। তারাও মিলিয়ে গেলেন কোথাও। নবিজি তাদের চেহারা দেখতে পেলেন না। যেহেতু নবিদের স্বপ্নও সত্য, জাগরণের মতোই দীপ্ত ও প্রতিভাত। সুতরাং এই আগত ব্যক্তিদেরও রয়েছে মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য। অন্য এক রাতে ঘটে যার অনন্য রূপায়ণ।^১

কেটে গেল কিছুদিন। মক্কার আকাশে কোনো এক রাত্রি। আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশার সালাত আদায় করে এসে শুয়ে পড়েছেন। কেউ বলেন, সেদিন তিনি ঘুমোচ্ছিলেন মাসজিদুল হারামের চাতালে; কেউ বলেন, তাঁর চাচাতো বোন উম্মুহানির ঘরে।

মাসজিদুল হারামের মতটিই বেশি শক্তিশালী। নবিজি শুয়েছেন একদম কাবার কাছে অবস্থিত ‘হাতিম’ নামক স্থানে।^২ বহুকাল থেকে যে স্থানটির মাহাত্ম্য অপরিসীম। মক্কার কাফেরেরা যেকোনো প্রয়োজন কিংবা মীমাংসায় এখানে সমবেত হতো; পরস্পর শপথ, চুক্তি কিংবা মৈত্রীসম্পর্ক স্থাপন করতো। বিপদে পড়লে এখানে এসে তারা প্রার্থনায় বিনীত হয়ে পড়তো। তাদের বড় বড় সর্দারেরা বিশ্রাম নিতো এখানে এসে। যেখানে আজ শুয়ে আছেন আল্লাহর প্রেরিত শেষ নবি ও রাসুল হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

[১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭৫১৭

[২] বর্ণনাকারী কখনো কখনো স্থানটির নাম ‘হিজর’ বলেছেন। দেখুন : সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৮৮৭

নবিজি তখন ঘুমে; তবে অন্তর জাগ্রত। সারা অঙ্গে ক্লান্তি। যে মক্কায তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠা, যে কুরাইশ তাঁর নিজেরই গোত্র, সেই মক্কার বাসিন্দা আর কুরাইশের লোকেরা তাঁকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে চলেছে। তাঁর অপরাধ তিনি মানুষকে কেবল মহান আল্লাহর পথে ডাকেন, শিরক পরিত্যাগ করতে বলেন।

বিষম বিষাদগ্রস্ত নবিজি গেলেন তায়েফে। যেখানে দুধ-মা হালিমার ঘরে কেটেছে তাঁর সোনালি শৈশব। বুকে বড় আশা, তায়েফের সবুজ-ভূমির মানুষেরা তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করবে না; তাঁকে পরিত্যাগ করবে না। কিন্তু হয়, নবিজি যখন তাদের নেতৃবর্গের কাছে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দেন, অমনি ফুঁসে উঠল তারা। দুট্ট ছেলেপিলে আর বখাটে লোকদের লেলিয়ে দিলো তাঁর পেছনে। পাগল বলে শোরগোল তোলে তারা তাঁকে তাড়িয়ে পাথর ছুড়ে রক্তাক্ত করে ফেললো।

এমনই বিষাদভরা বেদনার্ত মন নিয়ে নবিজি শুয়ে আছেন সেই রাত্রির অন্ধকারে। বুকে তাঁর কত দুঃখ। কোলঘেঁষে আগলে রাখতেন যেই চাচা, সেই আবু তালিব মারা গেছেন। আল্লাহর ডাকে চলে গেছেন প্রিয়তমা খাদিজাও। চারদিকে কেমন খাঁ-খাঁ নিঃসঙ্গতা; নিস্তর্রতা ভেঙে ডেকে ওঠে ব্যথাতুর শব্দরা।

কিন্তু কথায় আছে, দুঃখের পরেই আসে সুখ। মহান আল্লাহর অন্য নবিদের বেলাতেও দেখা গেছে, চরম দুঃখ আর দুর্দিন-শেষে তিনি তাঁর কুদরতি আয়োজনে নবিদের মন ভালো করে দিয়েছেন।

সাইয়েদুনা মুসা আলাইহিস সালাম যখন দুঃখ ও বেদনায় জর্জরিত, তখনই আল্লাহ তাআলা তুর পাহাড়ে ডেকে নিলেন তাকে। একই ব্যাপার ঘটতে চলেছে আমাদের নবিজির বেলাতেও।

নিদ্রা ও জাগরণের মাঝামাঝি থাকা নবিজির শিয়রে তিনজন ফেরেশতা এলেন। নবিজি তাদের মধ্যজনের কথা শুনতে পেলেন।^[৩] বিভিন্ন রেওয়ায়েতে তার নাম আছে জিবরিল। জিবরিল নবিজিকে নিয়ে গেলেন জমজমের কিনারে। বুক ফাঁড়লেন তাঁর সযত্নে। পরিভাষায় যাকে বলা হয় ‘শাক্কুস সাদর অর্থাৎ বক্ষ বিদারণ’। নবিজির কণ্ঠনালি থেকে নিয়ে নাভির তলদেশের পশম পর্যন্ত চিরে ফেলা হলো। বের করে আনা হলো ‘কলব’ বা হৃৎপিণ্ড। জমজমের পানি দিয়ে তা ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখা হলো ঈমান আর হিকমতে ভরপুর একটি সোনার পাত্রো। তারপর আবার ঠিক আগের জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হলো।^[৪] ওপরে দেওয়া হলো সেলাই।

[৩] সহিহ মুসলিম, হাদিস, : ১৬৪

[৪] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৪৯ ও ৩৮৮৭

এই পুরো ইতিবৃত্তটি শেষ হলে নবিজির সামনে একটি শাদা প্রাণী উপস্থিত করা হলো। যেটি খুব বড় নয়, আবার ছোটও নয়। নাম তার বোরাক। ছোট্ট চোখের দৃষ্টিতে দূরন্ত গতিতে। যতদূর চোখ যায়, সেখানে গিয়ে কদম পড়ে তার।

বোরাককে বলা হয় নবিদের বাহন। এর আগেও অনেক নবিকে আল্লাহ তাআলা এই প্রাণীর পিঠে সওয়ার করিয়েছিলেন। আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার শেষ ও শ্রেষ্ঠ যাত্রী। কারণ, নবিজির পরে আর কোনো নবির আগমন ঘটবে না এবং তিনি সাইয়িদুল আশ্বিয়া অর্থাৎ নবিদের সর্দার।

বোরাকের পিঠে জিন আঁটা ছিল, মুখে বাঁধা ছিল লাগাম। নবিজি এর রেকাবে পা রাখবেন, এমন সময় আচমকা এটি ঔদ্ধত্য দেখালো।

কী অবাক কাণ্ড, নিজের শ্রেষ্ঠ আরোহীর সঙ্গে এ কেমন আচরণ! জিবরিল বললেন, তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে এমন করছো? অথচ এর আগে কখনো তোমার পিঠে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ আরোহণ করেননি। জিবরিলের মুখে এটি শুনে বোরাক ঘর্মাক্ত হয়ে গেল।^৫

এরপর নবিজি বোরাকে সওয়ার হয়ে অতি দ্রুত মাসজিদুল আকসায় পৌঁছে গেলেন। সেখানে জিবরিল একটি পাথর ছিদ্র করে বোরাককে বেঁধে রাখলেন।^৬ কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, নবিজি নিজেই বাঁধলেন; যেখানে অন্য নবিগণও তাদের বাহন বেঁধে রাখতেন।^৭

এই সেই বাইতুল মাকদিস বা মুসলিমদের প্রথম কিবলা, বরকতময় ভূমি ফিলিস্তিনের জেরুসালেমে যার অবস্থান; যেটিকে নবিদের ভূমিও বলা হয়। সেই রাত্রিতে বোরাকের পিঠে করে নবিজির মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসার যাত্রাকে আরবি পরিভাষায় বলা হয় ‘ইসরা’। যে শব্দ ও ঘটনা উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাজিল করে বলেন—

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي
بُرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَّا ۚ

পরম পবিত্র সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছেন মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার আশপাশে আমি বরকত দিয়েছি, তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্য। [সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ১]

[৫] জামিউত তিরমিজি, হাদিস : ৩১৩১

[৬] জামিউত তিরমিজি, হাদিস : ৩১৩২

[৭] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৬২

ইসরা শব্দের আভিধানিক অর্থ রাতে ভ্রমণ করা অর্থাৎ এই ভ্রমণ রাতেই হয়, দিনে নয়। আর পারিভাষিক অর্থ মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসায় ভ্রমণ।

নবিজি বোরাকের পিঠে সওয়ার হয়ে রাতের ভ্রমণে মাসজিদুল হারাম থেকে দূরন্ত গতিতে পৌঁছে গেলেন মাসজিদুল আকসায়। তখনকার দিনে যেখানে সাধারণ বাহনে করে যাওয়া-আসায় সময় লেগে যেত প্রায় দুই মাস।^৮ নবিজি পৌঁছে গেলেন খুবই অল্প সময়ের ব্যবধানে।

সেখানে আগে থেকে অন্য নবির ছিলেন। হজরত মুসা আলাইহিস সালাম নামাজ পড়ছিলেন। শরীরটা তার ছিপছিপে; গড়নটা বেশ দীর্ঘ। চুল কোঁকড়ানো, ঝুলে ছিল কান পর্যন্ত। ইসা আলাইহিস সালামও নামাজ পড়ছিলেন দাঁড়িয়ে। গায়ের গড়ন মাঝারি, শাদা ও লাল রঙের মিশেল। মাথার চুল সোজা আর আকর্ষণীয়। যেন মাত্রই তিনি গোসলখানা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। আরও নামাজ পড়ছিলেন হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম। যার দেহাবয়ব আর আমাদের নবিজির গড়ন প্রায় একই রকম ছিল।^৯

অন্য হাদিসে আছে, মিরাজের রাতে নবিজি মুসা আলাইহিস সালামের পাশ দিয়ে গেলেন। সে সময় মুসা নবি লাল বালির ঢিবির কাছে তার কবরে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন।^{১০}

ইন্তেকাল হয়ে যাওয়ার পরও সেই রজনীতে জলিলুল কদর নবিগণ মাসজিদুল আকসায় আমাদের নবিজির আগমনের পূর্ব থেকেই অবস্থান করাটা ছিল আল্লাহর বিশেষ কুদরত এবং আমাদের জন্য মহাগৌরবের। কারণ, একটু পরেই সকল নবি আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইমামতিতে দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন।^{১১} যার মাধ্যমে আরও প্রস্ফুটিত হয় যে, আমাদের নবি সব নবির ইমাম; আমাদের নবি সাইয়িদুল আশ্বিয়া—নবিগণের সর্দার।

অবশ্য কোনো কোনো রেওয়ায়েতে দেখা যায়, নবিজি বরং মিরাজ থেকে ফেরার পথে বাইতুল মাকদিসে নবিদের জামাআতে নামাজের ইমামতি করেছিলেন। যাওয়ার সময় পড়েছেন একা, ফেরার সময় নবিদের সঙ্গে।

ইবনু কাসির রাহিমাল্লাহ এই বর্ণনাটি সমর্থন করে বলেন, এটিই বেশি যুক্তিযুক্ত। যদি নবিজি উর্ধ্ব-গমনের আগে নবিদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন, তাহলে প্রতিটি আসমানে হজরত জিবরিল কর্তৃক তাঁকে নবিদের নাম বলে একে একে সবার সঙ্গে

[৮] সিরাতু ইবনি হিশাম, দারুস সাহাবা লিত-তুরাসি বি-তানতান, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬

[৯] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৪৩৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৬৭

[১০] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৩৭৫

[১১] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৭২